আলমডাঙ্গায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীকরণ দাবীতে শিক্ষক পরিবারের মানববন্ধন

আলমডাঙ্গায় বৈষম্য দুরিকরনে মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীকরণ, জাতীয়করণের পুর্ব পর্যন্ত শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন পদে সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের পদায়ন বন্ধ রাখা ও শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠনের দাবীতে মানববন্ধন ও স্বরকলিপি পেশ করা হয়েছে।

গতকাল আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের সামনের রাস্তায় মানববন্ধন পুর্ব আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা একাডেমিক সুপার ভাইজার ইমরুল হক।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক।তিনি বলেন সমগ্র বাংলাদেশে বেসরকারি স্কুলে যে ভাবে লেখাপড়া করান হয়, সেভাবে কিন্ত সরকারি স্কুলে হয় না, তারপরও এই সব শিক্ষকরা বৈষম্যের শিকার, আজ একই দিনে সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপি বেসরকারি স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষক বৃন্দ মানব বন্ধন ও স্বারক লিপি প্রদান কর্মসুচি পালন করেছে। আমাদের পার্শবতি দেশ ভরতে শিক্ষকদের জাতীয়করন করা হয়েছে, আমাদের প্রতিটি স্কুলে যে ফিসের টাকা আদায় হয় এবং অন্যান্ন খাতে যে টাকা আয় হয় সেগুলো সরকারি ফান্ডে জমা করলে শিক্ষকদের দাবি পুরন করতে সরকারকে আলাদা টাকা খরচ করতে হবে না, যদি হয় তা যতসামান্ন। তাই শিক্ষক বৃন্দের দাবি সময়োপযোগী দাবি হিসেবে প্রধান উপদেষ্টা মহদয়কে মেনে নেওয়ার অনুরোধ করেন। প্রধান শিক্ষক আবু তৈয়বের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম মোল্লা, প্রধান শিক্ষক আনোয়ার রশিদ সাগর, প্রধান শিক্ষক আব্বাস উদ্দিন, প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম,প্রধান শিক্ষক নুরুল ইসলাম দিপু, প্রধান শিক্ষক আলহাজ্ব মনিরুজ্জামান, প্রধান শিক্ষক ফজলুল হক শামিম, মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলাম, অধ্যক্ষ আব্দুল লতিফ, প্রধান শিক্ষক আবরদুল হামিদ, প্রধান শিক্ষক ফরিদুল ইসলাম, সহকারি শিক্ষক রহিদুল ইসলাম, সহকারি শিক্ষক বিপ্লব প্রমুখ।

দর্শনায় বিজিবির অভিযান সাড়ে ২৩ লাখ টাকাসহ আটক ২

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে হুন্ডির ২৩ লাখ ৪৮ হাজার টাকাসহ দু’জনকে আটক করেছে।

গতকাল মঙ্গলবার দর্শনা পৌরসভার শ্যামপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে হুন্ডির টাকাসহ দু’জনকে আটক করে বিজিবি।

আটককৃতরা হলো- চুয়াডাঙ্গা জেলার সুবদিয়া গ্রামের কাশেম আলীর ছেলে মো. আরিফুল ইসলাম (২৬) এবং একই জেলার জয়নগর গ্রামের মৃত মস্তর আলীর ছেলে মো. শওকত (৫২)।

গতকাল মঙ্গলবার রাত সারে ৭ টার সময় বিজিবির চুয়াডাঙ্গা-৬ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমানের (পিএসসি) পক্ষ থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গণমাধ্যম কর্মীদেরকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়েছে মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা-৬ ব্যাটালিয়নের অধিনস্থ দর্শনা বিওপির টহল কমান্ডার নায়েক মো. জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে একটি বিশেষ টহল দল চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার অন্তর্গত সীমান্ত হতে আড়াই কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে শ্যামপুর তিন রাস্তার মোড়ে অবস্থান নেয়। দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে দু’জন ব্যক্তি একটি মোটরসাইকেলযোগে সীমান্ত এলাকা দিয়ে দর্শনার দিকে আসতে দেখলে বিজিবি সদস্যরা তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে।

এ সময় বিজিবি টহল দলের উপস্থিতি টের পেয়ে তারা পালানোর চেষ্টা করলে বিজিবি সদস্যরা ধাওয়া করে একটি কালো রঙের ব্যাগসহ তাদেরকে আটক করে। পরবর্তীতে আটককৃত আসামীসহ ব্যাগটি তল্লাশি করে নগদ ২৩ লাখ ৪৮ হাজার ১০০ টাকা, ১ টি মোটরসাইকেল এবং ২টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে। আটক দু’জনকে টাকাসহ দর্শনা থানায় হস্তান্তর করতঃ তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

আলমডাঙ্গায় আমন খেতে পোকার আক্রমণে বিপর্যস্থ কৃষক

আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি গ্রামের কৃষক আবু জাফর এবার ৭ বিঘা জমির আমনের খেতে সাম্প্রতিক বিভিন্ন পোকার আক্রমণ দেখা দিয়েছে। আবু জাফর বলেন, ‘কৃষি বিভাগের পরামর্শে খেতে আলোক ফাঁদ ব্যবহার শুর” করেছি।’ বেলগাছি গ্রামের কৃষক নজর”ল ইসলাম বলেন, ‘আমি পাঁচ বিঘা জমিতে এবার আমন ধানের চাষ করেছি। এক-দুদিন পরপর কীটনাশক স্প্রে করেও পোকা নিধন করা যাচ্ছে না। এতে লোকসান গুনতে হতে পারে। একারণে অবশেষে পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে আলোক ফাঁদ প্রযুক্তি ব্যবহার করছি।’

এসব পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে উপজেলায় চলতি আমন খেতের পোকার আক্রমণ থেকে সুরক্ষায় আলোক ফাঁদ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। এসব ক্ষতিকর পোকামাকড়ের উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও তা দমন করতে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় কৃষকেরা ইতিমধ্যে উপজেলার ৩০ টি ব্লকে আলোক ফাঁদ স্থাপন করেছেন। এছাড়া পযায়ক্রমে আরও ১৬ টি আলোক ফাঁদ স্থাপন করা হবে।

উপজেলা কৃষি কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গা উপজেলায় ১৬ হাজার ৫৩৫ হেক্টর জমিতে এবছর আমন ধানের আবাদ হয়েছে। এ ছাড়া কয়েক হাজার হেক্টর জমিতে পোকার আক্রমণ দেখা দিয়েছে। কয়েক দিন পর গাছে থোড় আসবে। এই সময়ে ধানে বাদামি ঘাস ফড়িং, সবুজ ঘাস ফড়িং, পাতামোড়ানো পোকা, গান্ধী পোকা, মাজরা পোকাসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর পোকা আক্রমণ করে।

পোকার উপস্থিতি নির্ণয় করতে ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে আমনখেতে আলোক ফাঁদ ব্যবহার শুর” করা হয়েছে, সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে চলবে এ কাযক্রম। কৃষি সম্প্রসারন দপ্তর ১০টি ব্লকে আলোক ফাঁদ স্থাপন করেছে। অবশিষ্ট ৩৬ টি ব্লকে কৃষি কর্মকর্তাদের সহায়তায় কৃষকেরা এই আলোক ফাঁদ স্থাপন করেছেন। এ মৌসুমে আলোক ফাঁদের সংখ্যা ৪৬ ছাড়িয়ে যাবে। গত বছর তুলনায় এবছর আলোক ফাঁদ স্থাপন বেশী স্থাপন করা হয়েছে বলে কৃষি সম্প্রসারণ অফিস সূত্রে জানাগেছে।

উপজেলা উপসহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণের এক কর্মকতা বলেন, রাতের বেলায়

খেতে বৈদ্যুতিক বাল্ব টানানো হয়। বাল্বের নিচে পাত্র রাখা হয়। পাত্রের মধ্যে ডিটারজেন্ট বা কেরোসিনমিশ্রিত পানি থাকে। আকৃষ্ট হয়ে পোকামাকড় আলোর কাছে আসে এবং পাত্রের পানির মধ্যে পড়ে মারা যায়। ওই পোকামাকড় দেখে ক্ষতিকর পোকামাকড়ের উপস্থিতি নির্ণয় করা হয়। একটি খেতে তিন দিন এই আলোক ফাঁদ রাখতে হয়।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রেহানা পারভিন বলেন, পোকার আক্রমণে যাতে ফলনে প্রভাব না পড়ে, সে জন্য এবার আগে থেকেই বেশিসংখ্যক আলোক ফাঁদ ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে ব্যয় একেবারেই কম। ইতিমধ্যে উপজেলার সব ব্লকে আলোক ফাঁদ প্রযুক্তি স্থাপন করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় পাঁচ মন্দিরে ঢেউটিন দিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব শরীফুজ্জামান

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব শরীফুজ্জামান শরীফের নিজ অর্থায়নে ৫টি সার্বজনীন দুর্গা মন্দিরে ঢেউটিন টিন বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০ টার দিকে পৌর এলাকার কালিদাসপুর ব্রিজ এলাকার বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে এ ঢেউটিন বিতরণ করা হয়। ঢেউটিন বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির (ভারপ্রাপ্ত) সভাপতি আক্তার জোয়ার্দার।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ আয়ুব আলী, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক রোকন, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু, বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী আলী আজগর সাচ্চু, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল মাস্টার, পৌর বিএনপির সহ-সম্পাদক মাহাবুল হক মাষ্টার।
এছাড়া যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক মীর উজ্জল, সদস্য সচিব রফিকুল ইসলাম, পৌর যুবদলের সদস্য সচিব সাইফুদ্দিন আলম কনক, যুগ্ন আহবায়ক আব্দুল কাদের।

উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক হিমেল, পৌর সে¦চ্ছাসেবক দলের যুগ্ন আহবায়ক জাকারিয়া শান্ত। এছাড়াও আরও উপস্থিত ছিলেন হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি মনিন্দ্রনাথ, পূজা উদযাপন কমিটির কুমারী মন্দিরের সভাপকি রতন, ক্যানেলপাড়া লিপন বিশ্বাস, সুইপার কলোনির লিটন এবং পোস্ট অফিস পাড়ার মিলন কুমার।

আলমডাঙ্গার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ পরিদর্শনে উপজেলা নির্বাহী অফিসার

দীর্ঘদিন আন্দোলন ফলে সম্প্রতি আলমডাঙ্গা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ শুরু করেছে। এই প্রাচীর নির্মাণ ও শহীদ মিনারের বেদখলকৃত জমি উদ্ধারে ছাত্র-জনতা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করেছে।

যার ফলস্বরূপ সরকার এই বেদখলকৃত জমির পুনঃরুদ্ধার ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।প্রথমে সিদ্ধান্ত হয়েছিল সীমানা প্রাচীর ৭ ফুট উচুঁ দেয়াল দিয়ে ঘেরা হবে। ৭ ফুট উচু দেওয়াল তৈরি হলে লোকচক্ষুর আড়ালে অনেক অনৈতিক কর্মকান্ড কর্মকাণ্ড সংগঠিত হতে পারে, এই আশংকার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়। সীমানা প্রাচীর ৩ ফুট উচু দেওয়াল ও তার উপর ৪ ফিট রডের গ্রীল দিয়ে ঘেরা হবে।

সচেতন মহলের অনেকের ধারনা শহীদ মিনারের মত শ্রদ্ধা প্রদর্শনের স্থাপনাগুলো সাধারণতঃ সহজ দৃশ্যমান করা হয়ে থাকে। স্থাপনা চত্ত্বরটি যদি ৭ ফুট বাউন্ডারি ওয়াল দিয়ে ঘেরা হয় তাহলে এটি নানান অসামাজিক কার্যকলাপের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠতে পারে।তাই বাউন্ডারি ওয়ালটিকে ৭ ফুট দেয়ালের পরিবর্তে ৩ ফুট দেয়াল ও দেয়ালের উপরিস্থ অংশে ৪ ফুট এমএস বার/রডের গ্রীল দিয়ে করার জন্য গতকাল ইউএনও সাহেব বরাবর আবেদন করেন। ইহাতে নিরাপদ সীমানা

প্রাচীর নির্মাণের পাশাপাশি এলাকার সৌন্দর্যবৃদ্ধি এবং অসামাজিক কার্যকলাপের স্থান হওয়া থেকেও স্থাপনাটি রক্ষা পেতে পারে।

গতকালের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার শেখ মেহেদী ইসলাম সরেজমিনে স্থাপনাটি পরিদর্শন করেন। বিষয়টি যৌক্তিক বিবেচনায় পরিবর্তনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টার প্রতিশ্রুতি দেন এবং সে পর্যন্ত নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন।

জীবননগরে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সংস্কার পরিষদের স্মারকলিপি প্রদান

জীবননগরে এক দফা দাবি বাস্তবায়নে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করেছেন জীবননগর নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সংস্কার পরিষদ।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১১ টার দিকে জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নারায়ণ চন্দ্র পালের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করেন সংগঠনের নেতারা। এর আগে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সংস্কার পরিষদের নেতৃবৃন্দ মানববন্ধন করেন।

স্মারকলিপি প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নার্সিং সুপারভাইজার রানু খাতুন, সিনিয়র স্টাফ নার্স তাহমিনা খাতুন, শান্তনী খাতুন, জয়নব খাতুন, নাছরিন খাতুনসহ প্রমুখ।

জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নার্সিং সুপারভাইজার মোছাঃ রানু খাতুন জানান, সারাদেশের ন্যায় জীবননগরেও এক দফা দাবি বাস্তবায়নে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। আমরা চাই নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ও রেজিস্টার পদ থেকে প্রশাসন ক্যাডারদের অপসারণ করে

ওই পদগুলোতে দক্ষ ও অভিজ্ঞ নার্সদের পদায়ন করা হোক।

প্রসঙ্গত, এক দফা দাবিতে গত ৯ সেপ্টেম্বর থেকে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করে আসছে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি সংস্কার পরিষদ।

চুয়াডাঙ্গায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবীতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি পেশ

বৈষম্যদূরীকরণে মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের এক দফা দাবীতে চুয়াডাঙ্গায় মানববন্ধন ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে শিক্ষা উপদেষ্টা বরাবর এ স্মারকলিপি দেওয়া হয়। আজ মঙ্গলবার বেলা ১২টায় মানববন্ধন শেষে জেলার মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকরা এ স্মারকলিপি দেন।

আন্দোলনকারী শিক্ষকরা জানান, আজ সকাল ১১টায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনের সড়কে ঘন্টাব্যাপী মানববন্ধন করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে কর্মজীবনে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন বেসরকারী শিক্ষকরা। অবিলম্বে এ বৈষম্য দূর করে মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করতে হবে। পরে নেতৃবৃন্দ চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলামের মাধ্যমে শিক্ষা উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি দেন।

দামুড়হুদায় মাধ্যমিক শিক্ষা পরিবারের স্মারকলিপি পেশ ও মানববন্ধন

দামুড়হুদায় মাধ্যমিক শিক্ষা পরিবারের স্মারকলিপি পেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১১ টায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা পরিবারের আয়োজনে বৈষম্য দূরীকরণে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, জাতীয় করণের পূর্ব পযন্ত শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন পদে সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের পদায়ন বন্ধ রাখা ও শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠনের দাবীতে স্মারকলিপি পেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

জুড়ানপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক একরামুল হকের সঞ্চালনায় এসময় বক্তব্য রাখেন, দামুড়হুদা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা পরিবারের আহবায়ক পাটাচোরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাহাজান আলী, হোগলডাঙ্গা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শফিকুল ইসলাম, নতিপোতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মমিনুল হক, দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল এ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক ফাহমিদা রহমান, কুতুবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল বারিক, দামুড়হুদা ডিএস দাখিল মাদ্রাসার সুপার মুজাফফর রহমান।

এ ছাড়াও অনুষ্ঠির সার্বিক তত্ববধানে ছিলেন মুক্তারপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সভাপতি বখতিয়ার উদ্দিন।

জীবননগরে শিক্ষকদের জাতীয়করনের দাবিতে মানববন্ধন ও স্মারকলিপি

প্রদান

জীবননগরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জাতীয়করণ, জাতীয়করণের পূর্ব পযন্ত শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন পদে সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের পদায়ন বন্ধ রাখা ও শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠনের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১টার সময় জীবননগর বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক কর্মচারী সমিতির আয়োজনে জীবননগর মেইন বাসস্টান্ডে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

জীবননগর বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক কর্মচারী সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি পাভেল মেহমুদ আব্দুর রবের সভাপতিতে মানববন্ধনের বক্তব্য রাখেন, হাসাদা ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আখতারুজ্জামান, উথলী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লুৎফর রহমান, কাশিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক শরিফ উদ্দিন, জান্নাতুল খাদরা মাদরাসার সুপার মাওলানা শরিফুল ইসলাম, শাপলা কলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক বাকি বিল্লাহ, মিনাজপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল বাশার, সিংনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফারুক হোসেন, পাকা দারুস সালাম দাখিল মাদ্রাসার সুপার ওয়াহিদুজ্জামান, ধোপাখালি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন জীবননগর উপজেলা বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষক কর্মচারী সমিতির সাধারন সম্পাদক আবুল হাশেম। মানববন্ধন শেষে জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার নারায়ণ চন্দ্র পালের নিকট শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।